১১৪ কোটির জায়গায় কাজ হবে এখন মাত্র ১৪ কোটিতে

চট্টগ্রাম বন্দর সিসিটিতে ঘুরে-ফিরে সেই একই প্রতিষ্ঠান

শফিউল আলম

চট্টগ্রাম বন্দরের অন্যতম প্রধান কনটেইনার স্থাপনা চিটাগাং কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) পরিচালনার কাজে আবারও ঘুরে-ফিরে আসছে আগের সেই প্রতিষ্ঠান। সিসিটি'র সমন্বিত কনটেইনার হ্যান্ডলিং কাজে বন্দর কর্তৃপক্ষের ডাকা তৃতীয় দফায় দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ পাচ্ছে সাইফ পাওয়ারটেক লিঃ। শিগগিরই কার্যাদেশ চুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে পরিচালক (পরিবহন) বেসরকারী এ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। এরপর ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ ও কার্যাদেশ চুক্তি হবে। বহুল আলোচিত সিসিটি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও ব্যতিক্রমী দিকটি হচ্ছে, ২০০৬ সাল থেকে টানা দু'বছর প্রতিটি কনটেইনার ১২শ' টাকা হারে। বন্দর কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করতে হয়েছে মোট ১১৪ কোটি টাকা। এরপর ৫০৫ টাকা হারে কনটেইনার হ্যান্ডলিং কাজ চালায় সেই একই প্রতিষ্ঠান। ২০০৮ সালে তারা দর প্রদান করে ৪৭ কোটি টাকা। কিন্তু এবার মাত্র ১৫৫ টাকা হারে দর প্রস্তাব দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি এবং সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবেও মূল্যায়ন পেয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের সিসিটি কার্যক্রমে দরপত্রে দু'বছরের চুক্তিতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১ কোটি টাকা ধরা হলেও তারা নেবে মাত্র ১৩ কোটি ৯৫ লাখ টাকা।

গত ৫ নভেম্বর সিসিটি'র জন্য তৃতীয় দফায় আহূত দরপত্র গ্রহণ করা হয়। ৭টি প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশ নেয়। বন্দরের ৭ সদস্যের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এসব প্রস্তাব গত দু'সপ্তাহে পরীক্ষা করেছে। এবার তৃতীয় দফা দরপত্রে ৩ বছরে সিসিটিতে ৯ লাখ টিইইউএস সমন্বিত কনটেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের জন্য দেয়া দর প্রস্তাবে– সাইফ পাওয়ারটেক প্রতি কনটেইনার ১৫৫ টাকা হারে মোট ১৩ কোটি ৯৫ লাখ টাকা, দ্বিতীয় নিম্ন দরদাতা গ্যাটকো লিঃ ২৩৮ টাকা হারে ২১ কোটি ৪৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা, এএএন্ডজে ট্রেডার্স ২৫৫ টাকা দরে ২২ কোটি ৯৫ লাখ, এভারেস্ট এন্টারপ্রাইজ ৩৮৬ টাকা হারে ৩৪ কোটি ৭৪ লাখ টাকা, ফজলে এন্ড সন্স ৩৮৮ টাকা হারে ৩৪ কোটি ৯৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা, এমএইচ চৌধুরী লিঃ ৪০৩ টাকা হারে ৩৬ কোটি ২৭ লাখ টাকা এবং নওয়াব এন্ড কোং ৭৩৩ টাকা হারে ৬৬ কোটি টাকা দর উল্লেখ করে।

তৃতীয় দরপত্রে সাইফ পাওয়ার অভাবনীয় মূল্যহ্রাস দিয়ে দর উল্লেখের বিষয়টি পোর্ট-শিপিং সার্কেলে ব্যাপক আলোচিত হচ্ছে। অনেকেরই মতে এটি তাদের ব্যবসায়ীক কৌশল। লাভ-লোকসানের প্রশ্নের চেয়েও তারা বন্দরে সিসিটি'র মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিজেদের অবস্থান ধরে রেখে তা আরও দীর্ঘায়িত করার বিষয়েই গুরুত্ব দিচ্ছে। কেননা এর আগে তারা দরপত্রের ভিত্তিতে নয় শুধুই বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতার মাধ্যমেই কাজ চালিয়ে আসছে। তবে দরদাতা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পুরো বিষয়টি বিস্ময় ও সতর্কতার সাথে এবং বাঁকা দৃষ্টিতে দেখছে। বন্দর কর্তৃপক্ষের দরপত্র কমিটি পূর্ণ স্বচ্ছতার ভিত্তিতেই সিসিটির দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আশ্বাস দিয়েছে।

এদিকে ইতোপূর্বে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আহূত দ্বিতীয় দফায় সিসিটি'র উন্মুক্ত স্বচ্ছ দরপত্রে কনটেইনার প্রতি ৩০৪ টাকা হারে সর্বনিম্ন দর প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠান ছিল এছাক ব্রাদার্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটির সাথে বন্দর কর্তৃপক্ষ ৩ বছরের সমন্বিত হ্যান্ডলিং কাজের জন্য গত ২ ফেব্রুয়ারী একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যাদেশ চুক্তি সম্পন্ন করে। কিন্তু ৮ মাস অতিক্রমের পরও তাদেরকে কাজ না দিয়ে গত ৮ অক্টোবর কোন কারণ ছাড়াই বন্দর কর্তৃপক্ষ অকস্মাৎ চুক্তি বাতিল করে। অন্যদিকে এছাক ব্রাদার্স বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে ২৫ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী ও অন্যথায় আইনী আশ্রয় গ্রহণের কথা জানায়।

xxxxxxx